

কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৬

(১)আমি এসব কথা তোমাদের জানাচ্ছি, যেনো তোমরা বাধা না পাও। (২)তারা তোমাদেরকে সিনাগোগ থেকে বের করে দেবে। প্রকৃতপক্ষে এমন এক সময় আসবে, যখন তোমাদের হত্যাকারীরা মনে করবে যে, এভাবে তারা আল্লাহর এবাদত করছে। (৩)আর তারা এসব করবে, কারণ তারা প্রতিপালককে বা আমাকে জানে না। (৪)কিন্তু আমি তোমাদের এসব বলছি, যেনো তাদের সময় যখন আসবে, তখন তোমরা স্মরণ করতে পারো যে, আমি তাদের বিষয়ে তোমাদের বলেছি। এর আগে এসব তোমাদের বলিনি, কারণ আমি তোমাদের সাথে ছিলাম।

(৫)যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, এখন আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি, অথচ তোমরা কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছো না, ‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’ (৬)আমি এসব কথা বলায় দুঃখে তোমাদের মন ভরে গেছে। (৭)তথাপি আমি তোমাদের সত্যিই বলছি- আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভালো, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না; আমি গিয়ে তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।

(৮)তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি গুনাহ, ধার্মিকতা এবং বিচারের বিষয়ে এই দুনিয়া যে দোষী তা প্রমাণ করবেন। (৯)গুনাহর বিষয়ে, কারণ তারা আমার ওপর ইমান আনেনি। (১০)ধার্মিকতার বিষয়ে, কারণ আমি প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। (১১)বিচার সম্পর্কে, কারণ এই দুনিয়ার কর্তার বিচার হয়ে গেছে।

(১২)আমার আরো অনেককিছু তোমাদের বলার আছে কিন্তু তোমরা তা এখন সহ্য করতে পারবে না। (১৩)যখন সত্যের রুহ আসবেন, তখন তিনি তোমাদের সমস্ত সত্যে পরিচালনা করবেন; তিনি নিজ থেকে কিছুই বলবেন না কিন্তু তিনি যা শোনেন, তাই বলবেন এবং আগামীতে যা যা ঘটবে তাও তোমাদের জানাবেন।

(১৪)তিনি আমাকে মহিমাম্বিত করবেন, কারণ আমার যা আছে তা-ই তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। (১৫)প্রতিপালকের যা আছে তার সবই আমার; এ-কারণেই আমি বলছি যে, আমার যা আছে তা তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। (১৬)আর অল্প কিছু সময়, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না এবং আবার কিছুদিন পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে।”

(১৭)তাঁর কয়েকজন হাওয়ারি একে অন্যকে বললেন, “তিনি একথা বলে কী বোঝাতে চাইলেন যে, ‘আর অল্প কিছু সময়, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না এবং আবার কিছুদিন পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে’ এবং ‘কারণ আমি প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি?’” (১৮)তারা বললেন, “‘আর অল্প কিছু সময়’ বলে তিনি কী বোঝাতে চাইলেন? তিনি কোন বিষয়ে কথা বলছেন তা আমরা বুঝি না।”

(১৯)হযরত ইসা আ. জানতেন যে, তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন। তাই তিনি তাদের বললেন, “তোমরা কি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছো যে, ‘আর অল্প কিছু সময়, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না এবং আবার কিছুদিন পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে’ বলে আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি?” (২০)সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে কিন্তু দুনিয়া আনন্দ করবে। তোমাদের কষ্ট হবে কিন্তু তোমাদের কষ্ট আনন্দে পরিণত হবে।

(২১)সন্তান জন্ম দেবার সময় মহিলারা প্রসববেদনায় কষ্ট পায়, কারণ তার প্রসবের সময় এসেছে। কিন্তু সন্তান জন্মের পর নতুন মানুষ দুনিয়াতে আনার আনন্দে তার আর প্রসববেদনার কথা মনে থাকে না। (২২)সেই ভাবে এখন তোমাদের কষ্ট আছে কিন্তু আমি আবার তোমাদের দেখবো এবং তোমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হবে; তোমাদের আনন্দ কেউই তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

(২৩)সেদিন তোমরা আমার কাছে কিছুই চাবে না। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি তোমরা আমার নামে প্রতিপালকের কাছে কিছু চাও, তাহলে তিনি তোমাদের তা দেবেন। (২৪)এখনো পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই চাওনি। চাও, তাহলে তোমরা পাবে, যেনো তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

(২৫)আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তোমাদের এসব কথা বললাম। সময় আসছে, যখন আমি আর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলবো না কিন্তু সহজভাবে প্রতিপালকের কথা বলবো। (২৬)সেদিন তোমরা আমার নামে চাবে। আমি তোমাদের বলি না যে, আমি তোমাদের পক্ষে প্রতিপালকের কাছে চাবো। (২৭)প্রতিপালক নিজেই তোমাদের মহব্বত করেন, কারণ তোমরা আমাকে মহব্বত করেছো এবং ইমান এনেছো যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি। (২৮)আমি প্রতিপালকের কাছ থেকে দুনিয়াতে এসেছি এবং আবার আমি দুনিয়া ছেড়ে প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি।”

(২৯)তাঁর হাওয়ারিরা বললেন, “হ্যাঁ, এখন আপনি সরাসরি কথা বলছেন, কোনো দৃষ্টান্ত ব্যবহার করছেন না! (৩০)এখন আমরা জানি যে, আপনি সবই জানেন, আপনাকে আর কারো কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই; এভাবেই আমরা জানি যে, আপনি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন।

(৩১)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “এখন কি তোমরা ইমান এনেছো? (৩২)সময় আসছে, এমনকি তা এসে গেছে, যখন তোমরা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে, প্রত্যেকে নিজের বাড়িতে যাবে এবং তোমরা আমাকে একা ফেলে যাবে। তবুও আমি একা নই, কারণ আমার প্রতিপালক আমার সাথে আছেন। (৩৩)আমি তোমাদের এসব

বললাম, যেনো তোমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও। এই দুনিয়ায় তোমরা অত্যাচারিত হবে কিন্তু সাহস রাখো, আমি দুনিয়াকে পরাজিত করেছি।”